

অটো রিকশা শহরে প্রবেশ নিয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবিতে ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক রিকশা শ্রমিক সংঘ মিছিল সংঘটিত করে সোমবার। ছবি: নিজস্ব

ওসি'র বিরুদ্ধে মহিলার অভিযোগের সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন

স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর থানায় কর্মরত অফিসার ইনচার্জ শ্রীকান্ত কর পালের বিরুদ্ধে এক মহিলার প্রথম থেকে ওঠা গুরুতর অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মহিলা উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন ওসির কুপ্রস্তাবে বাধি না হওয়ায় তাকে থানার ভেতর নির্যাতন করা হয়েছে। এই গুরুতর অভিযোগের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ঘটনাটি নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা পুলিশ সুপার বিষয়টিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে তদন্ত শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়েই অভিযোগকারিণী মহিলার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত অভিযোগের সমর্থনে কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে বিস্তারিত কিছু জানাতে পারেনি অভিযোগকারিণী। ফলে সময় যত গড়াচ্ছে অভিযোগের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। যদিও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগটিই ভিত্তিহীন হলে তার পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, সেটিও তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখার দাবি উঠছে। ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন দাবি বা মন্তব্যকে সত্যতা যাচাইয়ের বিকল্প হিসেবে দেখার সুযোগ নেই বলে মনে করছেন সচেতন মহলের একাংশ। তাদের বক্তব্য, অভিযোগকারী মহিলা এবং অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক-উভয় পক্ষের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্য যাচাই করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা জরুরি। বিশেষ করে নারী সংক্রান্ত অভিযোগ হওয়ায় বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই কোনও পক্ষকে আগেভাগে দোষী সাব্যস্ত না করে নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের দাবি উঠেছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলে প্রকৃত ঘটনা ও অভিযোগের পেছনের কারণ প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ। কারণ পুলিশকে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হয়। কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হলে দেশের আইনের সুযোগ নিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসিয়ে অনৈতিক কাজ সম্পন্ন করার কোশল নেবে অনেক সুযোগ সন্ধানীরা। যা কিনা পরবর্তী এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এদিকে যেদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওসির বিরুদ্ধে এধরনের নির্যাতনের অভিযোগ ওঠেছে, খবর নিয়ে জানা গেছে ঘটনার সময় একাধিক পুলিশ ও সাধারণ নাগরিক সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী অভিযোগকারী সেদিন বাস্তবের কোন মিল নেই। অনেকগুলো গড়মত্ত করে ওসির বিরুদ্ধে প্রকৃত ঘটনা এধরনের মিথ্যাচার